বাংলাদেশ (Bangladesh): মারাত্মক পথহিংসা বন্ধ করুন

রাজনৈতিক পার্টিসমূহ, এবং সুরক্ষা বাহিনীর সংযমী হওয়া প্রয়োজন

(নিউ ইয়র্ক) - বাংলাদেশ এর সরকারের উচিত সুরক্ষা কর্মীদের জনসমক্ষে আদেশ দেওয়া যাতে তারা বিক্ষোভকারীদের সামলাতে মারাত্মক বা অত্যধিক বলপ্রয়োগ পরিহার করে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) আজ বলেছে। জামাত-এ-ইসলামী সহ (Jamaat-i-Islami) সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি এবং বাংলাদেশ ন্যাশানাল পার্টির উচিত তাদের সমর্থকদের হিংসায় মেতে ওঠা থেকে বিরত রাখা।

সরকারের উচিত একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করা যাতে হিংসার ঘটনার একটি শীঘ্র, কার্যকরী, এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করা যায় এবং সমস্ত দোষীদের শাস্তি প্রদান করা যায়।

দেখা যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক কালে সুরক্ষা বাহিনী বিরোধীদের উপরে অভিযান চালানো বাড়িয়ে দিয়েছে। জামাত সমর্থকরা পুলিশ পোস্ট, সরকারী ভবন, বর্তমান সরকারের সমর্থক, এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপরে আক্রমণ চালিয়েছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে সুরক্ষা বাহিনী কমপক্ষে 20 জন বিরোধী সদস্যকে হত্যা করেছে এবং আটক করেছে আরও অনেককে।

"সুরক্ষা বাহিনী এবং বিরোধী সংগ্রামীরা আক্রমণের এক দুষিত চক্রে নিমজ্জিত যার ফলে মৃত্যু, ধ্বংস, এবং ভীতি তৈরী হচ্ছে।," বলেছেন ব্র্যাড অ্যাডামস (Brad Adams), হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া ডাইরেক্টর "জামাত এবং অন্যান্য বিরোধীদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তা তাদের সমর্থকদের দ্বারা সৃষ্ট ভীষণ আতঙ্কের দোহাই হতে পারে না।"

নিহত এবং আহতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে

আসন্ন নির্বাচন এবং যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্বন্ধে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হওয়ার পর থেকে গত দুই মাসে 100 এর বেশি ব্যক্তি মারা গেছেন এবং শতাধিক আহত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, 14 ই ডিসেম্বর, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের (Rapid Action Battalion (RAB)) সদস্যরা জামাতের (Jamaat) লক্ষ্মীপুর (Laxmipur) জিলা ইউনিটের সহ-প্রধান, 66 বছর বয়সী ফায়েজ আহমেদের (Fayez Ahmed) বাসায় প্রবেশ করে। তার স্ত্রী, মারজিয়া বেগম (Marzia Begum), বলেছেন যে তারা তখন তাকে বাসার ছাদে নিয়ে যায়, মাথায় গুলি করে এবং তার দেহকে মাটিতে ফেলে দেয়। আরএবি'র (RAB) এক মুখপাত্র তাকে গুলি করার ঘটনা অস্বীকার করেছেন এবং বরং বলেছেন যে তিনি পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যান। বন্দীদের পালিয়ে যাওয়ার সময়ে বা গোলাগুলি চলার সময়ে মৃত্যুর ব্যাপারে আরএবি'র (RAB) এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

গত 12 ই ডিসেম্বর জামাত পার্টির নেতা, আবদুল কাদের মোল্লার (Abdul Qader Mollah) ফাঁসী হওয়ার পরে অবস্থার আরও অবনতি হয়, যাকে 1971 সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ঘটা যুদ্ধাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে ।

জামাত কর্মীরা অভিযোগ করেছেন যে তাদের অনেক সহকর্মীকে ভ্রান্তভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং পুলিশ তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে । কোন এক ব্যক্তি বাংলাদেশের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত নোয়াখালিতে (Noakhali) 26 শে নভেম্বর হওয়া একটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন যেখানে পুলিশ এক জামাত নেতাকে ঘেরাও করে তাকে গ্রেফতার করার আগেই তার পায়ে গুলি করে । সেই প্রত্যক্ষদর্শীই বলেছেন যে সেই ব্যক্তি যখন বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের থেকে দূরে চলে যাচ্ছিলেন তখন তাকে পিঠে গুলি করা হয় ।

বিক্ষোভকারীদের উপরে হিংসা এবং সুরক্ষা বাহিনীর দ্বারা বেআইনী বলপ্রয়োগের ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত করা, এবং এই ঘটনার জন্য দায়ী বা এই প্রকারের আদেশকারীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ বাধ্য । অতীতে, সরকার কোন ব্যবস্থাই নেয় নি, এমনকি বিক্ষোভ চলাকালীন সুরক্ষাবাহিনীর দ্বারা সুনিবন্ধিত বেআইনী হতাহতের ঘটনাতেও ।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে যে আইন বলবৎকারী অফিসারদের বলপ্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে ইউ এন (UN) এর প্রাথমিক নীতি মেনে চলতে সুরক্ষা বাহিনীকে জনসমক্ষে আদেশ দেওয়া উচিত, যাতে বলা হয়েছে যে "বলপ্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের পূর্বে সুরক্ষা বাহিনীর উচিত অ-হিংসক উপায় অবলম্বন করা," এবং "বলপ্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হলে, আইন বলবৎকারী অফিসারদের উচিতঃ (a) এগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযম দেখানো এবং অপরাধের গুরুত্ব এবং যুক্তিগ্রাহ্য উদ্দেশ্যের সফলতার সমানুপাতিক হারে কাজ করা; (b) ক্ষয়ক্ষতি এবং আহতের সংখ্যা ন্যূনতম করা, এবং মনুষ্য জীবনের প্রতি সম্মান দেখানো ও তার রক্ষা করা ।"

বিরোধী পার্টিগুলির সদস্যদের দ্বারা হিংসা

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিরোধী পার্টিগুলির সদস্য ও সমর্থকদের দ্বারা সংঘটিত অসংখ্য হিংসার ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে । উদাহরণস্বরূপ, দেশের সবচেয়ে বৃহৎ অগ্নিদহনের চিকিৎসা কেন্দ্র, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (Dhaka Medical College Hospital) কর্মরত একজন ডাক্তার বলেছেন যে হাসপাতাল আগুন বোমায় আক্রান্ত 83 জন ব্যক্তির চিকিৎসা করেছে, যার মধ্যে 14 জন মারা গেছেন । কে বোমা ছুড়েছে তা অনেকেই হয়ত দেখেননি, কিন্তু এক ডজনেরও বেশি রোগী এবং তাদের আত্মীয়রা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন যে বিরোধীরাই যে তাদের আক্রমণ করেছে তা তারা সনাক্ত করেছে ।

জামাতের (Jamaat) এবং তাদের যুবসংঘ, শিবিরের (Shibir) সদস্যরা এবং বাংলাদেশ ন্যাশানালিস্ট পার্টির (Bangladesh Nationalist Party) সদস্যরা সুরক্ষা বাহিনী এবং অন্যান্যদের উপরে অসংখ্য আক্রমণ করেছে। আক্রমণগুলির মধ্যে আছে পুলিশের উপরে হাতে বানানো গ্রেনেড ও পেট্রোল বোমা ছোঁড়া, রাস্তা বন্ধ করার জন্য অগ্নি সংযোগ করা, প্যাসেঞ্জার ট্রেন লাইনচ্যুত করা, হিন্দুদের ও আওয়ামী লিগের (Awami League) অফিসারদের বাসায় ও ব্যবসা স্থানে অগ্নিসংযোগ করা, এবং জনাকীর্ণ রাস্তায় গ্রেনেড ছোঁড়া। জামাত পার্টির শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত একটি জেলা, সাতক্ষীরায় (Satkhira), সরকারে ক্ষমতাসীন পার্টির 12 জনেরও বেশি কর্মী নিহত হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাতে বানানো গ্রেনেড তোলার সময় সহ, এই হিংসার ঘটনা সমূহে শিশুরাও আহত এবং নিহত হয়েছে।

সরকার যাতে আগামী 5ই জানুয়ারী, 2014 তে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন কোন 'কেয়ারটেকার' বা তত্ত্বাবধায়কের ব্যবস্থাপনায় করে সে ব্যাপারে সরকারকে চাপ দিতে বিরোধী পার্টিগুলি অসংখ্য দীর্ঘমেয়াদী সাধারণ হরতাল পালন করেছে এবং যানবাহন স্তব্ধ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina) তা করতে অস্বীকার করেছেন। দুই পক্ষের মধ্যে জাতিপুঞ্জের (United Nations) মধ্যস্থতায় করা আলোচনার ফলেও এখনও পর্যন্ত এই অচলাবস্থার কোন মীমাংসা হয় নি। অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ গ্রেফতার হয়েছেন। নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বর্তমানে পার হয়ে যাওয়ার ফলে, সংসদের অর্ধেকেরও বেশি আসনে কোন প্রতিযোগিতা হবে না।

অ্যাডাম্‌স (Adams) বলেছেন, "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, বাংলাদেশের সুরক্ষা বাহিনী এবং রাজনৈতিক দলগুলির তাদের সদস্যদের লেলিয়ে দেওয়ার একটা ইতিহাস আছে, তার ফলে যে জীবনহানি হয় তার কোন তোয়াক্কাই নেই বলে মনে হয়।" "আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষই সাধারণ নাগরিক যাদের সঙ্গে রাজনীতির কোন সংস্রব নেই, রাজনৈতিক নেতাদের তাদের সমর্থকদের বলা উচিত যাতে তারা জীবন সংশয় না করে।"

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আগুন বোমার সাম্প্রতিক

হিংসার ঘটনার শিকার হওয়া মানুষদের সাক্ষাতকার নিয়েছে

10 ডিসেম্বরে সুমি আখতার (Sumi Akhter) এবং তার সাত বছর বয়সী মেয়ে, সঞ্জিদা (Sanjida), গাজীপুরে (Gazipur) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে। আদম আলি (Adam Ali), স্বামী এবং পিতা, বলেছেন:

> আমরা আমার 90 বছর বয়স্ক অসুস্থ বাবাকে দেখতে সিরাজগঞ্জে (Sirajganj), আমার দেশের বাসায় যাচ্ছিলাম। আমি একটি চিনির মিলে সুরক্ষা কর্মী এবং আমরা মিলের একটি ঢাকা ট্রাকে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। গাজীপুরে (Gazipur), প্রতিরোধকারীরা রাস্তায় গাছের গুড়ি এবং ইঁট ফেলে রেখেছিল। তারপরে জোর করে ট্রাক থামানোর জন্য তারা ইঁট ছোঁড়ে। আমি তাদের পেট্রোল বোমা না ছুড়তে অনুরোধ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, "দয়া করে আমাদের একটু দয়া দেখান, আমার পরিবার গাড়ীর ভেতরে আছে, দয়া করে বোমা ছুড়বেন না।" তারা সংখ্যায় প্রায় 15 জন ছিল, বয়স ছিল 20 থেকে 25। তারা দেখেছিল যে গাড়ীর ভেতরে আমার বাচ্চারা আছে। তারা আমাদের দিকে গালিগালাজ করেছিল, তারপর ভেতরে পেট্রোল বোমা ছুঁড়েছিল।
>
> আমার দুই বাচ্চাকে নিয়ে আমি একদিকের দরজা দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে যাই এবং আমার স্ত্রীকে বলি সে যাতে আর একটি দরজা দিয়ে পালায়। কিন্তু সে আমার 2-বছরের বাচ্চার সঙ্গে ভেতরে আটকা পড়ে। দরজা তালা দেওয়া ছিল এবং তারা বেরতে পারল না। তারা ভ্যানেই মারা গেল। এরপরে আমি অর্ধ-চৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়েছিলাম, তখন তাদের মধ্যে কয়েকজন আমার কাছে এল। তারা আমায় বলল, "যা হওয়ার ছিল, তা হয়ে গেছে, তোমাকে এটা সামলে উঠতে হবে।"

ডিসেম্বরের 3 তারিখে গাজীপুরে (Gazipur) আক্রান্ত হয়ে এক বাস ড্রাইভার, আল আমিন মোল্লা (Al Amin Mollah), গুরুতর ভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ

> আমি আমার বাসে পোষাকের কারখানার কর্মীদের নিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা নেমে যাওয়ার পরেই আমি বাস পার্ক করছিলাম, এমন সময়ে দুই ব্যক্তি এগিয়ে এল এবং বোমা ছুঁড়ে মারল। বাসটি ধীরে ধীরে চলছিল। তারা আমাকে দেখেছিল এবং তার পরেও তারা তা ছুড়েছিল। তাদের বয়স 25 থেকে 30 এর মধ্যে ছিল এবং তারা সাধারণ পোষাক পরেছিল। এটা ছিল ধাতু দিয়ে তৈরী ছোট বোতল। এটা আমাকে প্রথমে ধাক্কা মারে আর তারপরে এতে আগুন লেগে যায় এবং তা আমার হেলপারের গায়ে ও পুরো ড্যাসবোর্ডে ছড়িয়ে যায়। বাসটাকে বাঁচানোর জন্য, বোমা ধরে, আমি লাফিয়ে নেমে পড়ি। আমি বাঁচার সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি তিন দিন কিছু দেখতে পাইনি। আমার চোখ বন্ধ ছিল, মুখ ফুলে গেছিল, আর চুল পুড়ে গেছিল।

নভেম্বর 28 তারিখে, মধ্য ঢাকার (Dhaka) শাহবাগ (Shahbag) অঞ্চলে হাসান মাহবুব (Hassan Mahbub), 42, বাসের এক ড্রাইভার, যখন তার বাস চালাছিল, তখন গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হয় । চারজন প্যাসেঞ্জার মারা যায় এবং অন্যান্যরা আহত হয় । তিনি বলেছিলেনঃ

> আমি 70 থেকে 80 কিমি/ঘন্টা গতিতে বাস চালাচ্ছিলাম যখন হঠাৎ অতর্কিতে দুজন [তরুণ ব্যক্তি] বোতল ছুঁড়ে মারে । তাদের বয়স 20 থেকে 30 এর মধ্যে ছিল । তারা জানালা দিয়ে সেটা ছুড়েছিল । পুরো বাসে আগুন লেগে যায় । সবচেয়ে প্রথমে আমি আক্রান্ত হই । বোতলটি আমায় ধাক্কা মারে । আমি বাস থেকে লাফিয়ে পড়ি, যেটা পরে এক ট্রাফিক আইল্যান্ডে ধাক্কা মারে । আগুনের শিখায় আমার মুখ ও হাত পুড়ে গিয়েছিল । আমি ভাবছিলাম যে আমি মরে যাচ্ছি । তখন অবরোধ ছিল কিন্তু সরকার বাস মালিকদের তাদের বাস চালাতে আদেশ দিয়েছিল । বাস মালিক দুবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এবং আমার সৌভাগ্য কামনা করেছিল কিন্তু আমায় কোন টাকা দেয় নি । আমি জানি না আমার চাকরীটা আছে কি না ।

26 নভেম্বর তারিখে মহম্মদ রুবেল মিঞা (Mohammad Rubel Mia), কুমিল্লা (Comilla) অঞ্চলের অটো রিক্সার (CNG) এক চালক একটা আক্রমণে গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন:

> আমি রাস্তার গাড়ী চালাচ্ছিলাম যখন সহসা আমি এক অবরোধের মুখে পড়ি । তারা অনেক লোক ছিল । তারা যে ওখানে আমার কোন ধারণাই ছিল না । আমি পালাতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তারা আমাকে তাড়া করেছিল এবং সিএনজি (CNG) ট্যাঙ্কে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছিল এবং আমি মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম । তারপর তারা এর উপরে পেট্রোল ঢালে আর তাতে আগুন লাগিয়ে দেয় । আমার ধারণা তারা আমায় মেরে ফেলতে চেয়েছিল । আমায় সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসে নি । কোমরের নীচ থেকে আমি পুরো পুড়ে যাই ।

সিএনজি (CNG) গাড়ীর প্যাসেঞ্জার, জাহানারা বেগম (Jahanara Begum), ঢাকার বাসিন্দা, বয়স 50, ডিসেম্বর 6 তারিখে গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হন । তিনি বলেছিলেনঃ

> আমি আমার মেয়ের বাসা থেকে ফিরছিলাম । সেখানে আরও তিনজন যাত্রী ছিলেন । সে সময়ে আমরা পুরানো ঢাকায়, লালকোঠী (Lalkothi) অঞ্চলে ছিলাম । সিএনজি (CNG)-তে একটা পেট্রোল বোমা ছোঁড়া হয়েছিল আর তারপরেই সিএনজি (CNG) উলটে গিয়েছিল । অন্যরা বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বেরতে পারি নি আর আমার শাড়ি, ব্লাউজ ও চুলে আগুন লেগে গিয়েছিল ।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের মেহেরপুরের (Meherpur) সিএনজি (CNG) যাত্রী মনিয়া বেগম (Monia Begum), 20, 14 নভেম্বর তারিখে গুরুতরভাবে পুড়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

> রাস্তায় খুব বেশি লোক ছিল না। তখন দুপুর 12:30 টা বেজেছিল। এটা বিএনপি (BNP) [বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল] ও জামাতের মজবুত ঘাঁটি। আমি আমার ননদের বাড়িতে যাচ্ছিলাম। *হরতাল* [সাধারণ ধর্মঘট] কর্মীরা হঠাৎ সিএনজি (CNG)-তে একটা পেট্রোল বোমা ছুঁড়েছিল। সেখানে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাত বা আট। তারা আগে থেকে সাবধান না করেই এটা ছুঁড়েছিল আর তারপরে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল।

পুরনো ঢাকার (Old Dhaka) সদরঘাটের (Saderghat) একজন দরজি 35 বছরের কামাল হোসেন (Kamal Hossain), 10 নভেম্বর তারিখে গুরুতরভাবে পুড়ে গিয়েছিলেন:

> আমি রাত 8:30 টার সময় বাড়ি ফিরছিলাম [একটা তিন-চাকার মিনিবাসে]। আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে একটা আগুনের গোলা আমাদের দিকে আসছিল আর হঠাৎ সেটা ভিতরে এসে পড়েছিল আর আর আমার কোমরের নীচ থেকে হাত ও পা পুড়ে গিয়েছিল। আগে থেকে সাবধান করা হয় নি। গাড়িটা চলছিল। আমি দেখতে পাই নি যে সেখানে কোনো পিকেট ছিল কি না। এটা 84-ঘণ্টার হরতালের মাঝামাঝি সময়ে ঘটেছিল।

ঢাকার একটা তিন-চাকার মিনিবাসের খালাসি 13 বছরের শ্যামল সর্দার (Syamol Sardar), 10 নভেম্বর তারিখে আহত হয়েছিল। তার বাবা আমিনুল্লা (Aminullah) বলেছিলেন:

> দু'জন পুরুষ ছাড়া অন্য সমস্ত যাত্রী বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তারা গাড়ির চালককে বলেছিল যে তারা কী করতে চলেছে, কিন্তু শ্যামল (Syamol) বেরতে পারে নি। সে বেরতে পারার আগেই তারা গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে দিয়েছিল আর তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সে তাদের কাছে কাকুতি-মিনতি করেছিল যাতে সে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে, কিন্তু তারা তার কথা শোনে নি।

বাসের যাত্রী 8 বছরের শুমি খাতুন (Shumi Khatun), 3 নভেম্বর তারিখে গাজীপুরে (Gazipur) গুরুতরভাবে পুড়ে গিয়েছিল। তার মা রুবেনা (Rubena) বলেছিলেন:

> সে তার ঠাকুমার সঙ্গে একটা বাসে চড়ে ঢাকায় আসছিল, আর বাসটা গাজীপুরে (Gazipur) পৌঁছনোর পরে সে বাসে আগুন জ্বলতে দেখেছিল, আর তারা পালাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাসে এত বেশি মানুষ ছিল যে সে পড়ে গিয়েছিল। তার ঠাকুমা বেরিয়ে এসে তাকে দেখতে

পান নি, তাই তাকে উদ্ধার করার জন্য তিনি জ্বলন্ত বাসের ভিতরে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি একটা সিটের তলায় তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন, সে কাঁদছিল। কেউ তাদের সাবধান করে নি যে তারা বাসে আগুন লাগাতে চলেছিল।

আবুল কালাম (Abul Kalam) আর তার ভাইপো শুভ (Shuvo) দু'জনেই 12 নভেম্বরে বাসে যাওয়ার সময়ে গুরুতরভাবে আগুনে পুড়ে গিয়েছিলেন। আবুল (Abul) বলেছিলেন:

> আমরা শুধু "আগুন" শব্দটাই শুনতে পেয়েছিলাম! আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না যে সেটা কোথা থেকে এসেছিল বা কে বাসে আগুন লাগিয়েছিল। আমরা সবাই পালাতে চেষ্টা করেছিলাম আর জানলাগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিলাম। বাসের আটজন যাত্রী আহত হয়েছিলেন।

বরিশালের (Barisal) সিএনজি (CNG) চালক সুলতান সর্দার (Sultan Sardar) 1 লা ডিসেম্বর তারিখে একটা আক্রমণের সাক্ষী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

> আমি হঠাৎ দেখেছিলাম যে একটা গাছ দিয়ে রাস্তাটা আটকানো ছিল। আমি সেটাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সিএনজি (CNG)-টা উলটে গিয়েছিল। তখন অন্ধকার ছিল, প্রায় সন্ধ্যা 7 টা বেজেছিল। আমি জানি না যে সেখানে কতজন লোক ছিল, কিন্তু কিছু লোক পেট্রোল ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তারা জানত যে আমি ভিতরেই ছিলাম।

বাড়িতে তৈরি গ্রেনেডে শিশুরা আহত হয়েছিল

ঢাকার মিরপুর (Mirpur) 14-এ 3 ডিসেম্বর তারিখে 3 বছরের লিমার (Lima) হাত উড়ে গিয়েছিল। তার মা সোহাগী (Sohagi) বলেছিলেন:

> সে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ছিল, আর সে বলের মত দেখতে একটা জিনিস দেখতে পেয়েছিল। এটা লাল টেপে মোড়া ছিল, আর সে এটা হাতে তুলে নেওয়ার সাথে সাথে ফেটে গিয়েছিল। সেখানে কোনো *হরতাল*পিকেট ছিল না। আমাদের কোনো ধারণাই নেই যে এটা কীভাবে সেখানে এসেছিল। তার ডান হাতটা কব্জির উপর থেকে উড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন যে কিছুই করা সম্ভব নয়।
>
> আমরা সরকারের কাছ থেকে কিছু পাই নি, শুধু হাসপাতাল আমাদের কিছু ওষুধ দিয়েছে। আমরা রোজ 1,500 টাকা [মার্কিন $19.66] খরচ করি। আমাদের বন্ধু ও আত্মীয়দের থেকে ধার

নিতে হয়। ডাক্তাররা বলেছিলেন যে সে হয়ত তিন থেকে চার মাস বেঁচে থাকতে পারে। তার বেশির ভাগ সময় যন্ত্রণা হয়।

20 নভেম্বর তারিখে ঢাকার মহাকালীতে (Mohakali) একটা বিস্ফোরণে 10 বছরের তোফাজ্জল হোসেন (Tofazzal Hossain)-এর হাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে বলেছিল:

আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে খেলছিলাম। বাড়ি ফেরার পথে আমি একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছিলাম। এটা দেখতে খুব সুন্দর ছিল আর আমি আমি এটা বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। এটা লাল টেপে মোড়া একটা বলের মত দেখতে ছিল, অনেকটা লাল টেনিস বলের মত। আমি বাড়ি ফেরার পরে ভেবেছিলাম যে এত সুন্দর একটা জিনিসের ভিতরে কী আছে আমি তা দেখতে চাইছিলাম। আমি যখন এটাকে খোলার চেষ্টা করেছিলাম, এটা ফেটে গিয়েছিল।

এর ফলে আমার বাঁ হাতে একটা বড় ফুটো হয়ে গিয়েছিল। তর্জনীর আঙুলটা ঝুলে ছিল, কিন্তু সেটাকে আবার সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল। আমার ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা উড়ে গিয়েছিল। মাঝের দু'টো আঙুল ঝুলে ছিল। ডাক্তাররা বলেছিলেন যে তারা এগুলোকে সেলাই করতে পারতেন না, তাই তাদের এগুলোকে কেটে ফেলতে হয়েছিল।

অন্য একটা ছেলেও তার বাঁ হাতে আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু সে এখন ঠিক আছে। কাছেপিঠে কোনো *হরতাল*পিকেট ছিল না। আমরা জানি যে কারা এটা এখানে রেখে গিয়েছিল।

গোলাগুলির মাঝে আটক

7 ডিসেম্বর তারিখে ঢাকার রামপুরায় (Rampura) আব্দুল মাজেদ (Abdul Mazed) ও তার 6 বছর বয়সের ছেলে মাহের (Maher)-এর শরীরে গুলি লেগেছিল। মাজেদ (Mazed) বলেছিলেন:

আমি আমার ছেলের সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলাম, আর আমরা বাড়ি ফিরছিলাম, এমন সময় সেখানে হঠাৎ দু'টো "ককটেল" [বাড়িতে তৈরি গ্রেনেডের বাংলাদেশী নাম] এসে ফেটেছিল। আমরা আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে একটা দোকানে ঢুকে পড়েছিলাম। আমরা ভিতরে ঢোকার পরে দেখেছিলাম যে আমার ছেলের শরীর রক্তে ভিজে গিয়েছিল, তার কপাল থেকে রক্ত পড়ছিল আর আমার মাথা থেকেও রক্ত পড়ছিল।

পুলিশ আমাদের দুজনকেই গুলি করেছিল। আমার শরীরে শটগানের 18 টা ছোট গুলি আর আমার ছেলের শরীরে 12 টা ছোট গুলি লেগেছিল। সেই সন্ধ্যায় একজন ইন্সপেক্টর এসে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে কিছু অনভিজ্ঞ পুলিশ বুঝতে পারে নি যে সেখানে কোনো বিক্ষোভ

> প্রদর্শন হচ্ছিল না, আর গ্রেনেড বিস্ফোরণের পরেই তারা বন্দুক থেকে গুলি চালিয়েছিল। তিনি আমার ছেলেকে 2000 টাকা [মার্কিন$ 26.22] দিয়ে তাকে কিছু ফল কিনতে বলেছিলেন।

13 ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় ঢাকার মতিঝিলে (Motijheel) 12 বছরের শান্ত ইসলাম (Shanto Islam) বিরোধীদের একটা বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়ে পুলিশের ছোঁড়া গুলিতে আহত হয়েছিল। তার মাথায় ও গলায় শটগানের 71 টা ছোট গুলি সহ, তাকে ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে (Dhaka Medical College Hospital) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সাক্ষীরা বলেছিলেন যে দুপুরের প্রার্থনার পরে কয়েক ডজন জামাত সমর্থক একটা ব্যস্ত রাস্তায় জড়ো হয়ে স্লোগান দিচ্ছিল, আর অনেকগুলো গাড়ি, অটো-রিকশা ও মোটরবাইকে আগুন লাগিয়েছিল। এলাকায় বিশাল সংখ্যায় পুলিশ উপস্থিত ছিল। বেশির ভাগ পুলিশের কাছে শটগান, কাঁদানে গ্যাসের বন্দুক বা রাইফেল ছিল।

শান্তর (Shanto) মা আসমা (Asma) বলেছিলেন:

> সে তার বাবার পানের দোকানে ছিল, তারপরে তার বাবা তাকে দুপুরের খাবার খেতে বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। সে বাড়ি ফেরার পথে গোলাগুলির মাঝে পড়ে গিয়েছিল। সে কোনো কর্মী বা শিবির সমর্থক নয়। সে ক্লাস 4 (ফোর)-এর ছাত্র।

বাড়ি ও দোকানের উপরে আক্রমণ

একটি বেসরকারী সংস্থার নির্দেশক অপরেশ পাল, (Opresh Pal) 13 ডিসেম্বর তারিখে সাতক্ষীরায় বাড়িঘর পোড়ানোর বর্ণনা দিয়েছিলেন:

> তারা যেদিন কাদের মোল্লাকে (Quader Mollah) ফাঁসি দিয়েছিল সেই রাতে প্রায় 1:30 টার সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল, 16 টা বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে চারটে বাড়ি হিন্দুদের ছিল, আর বাকি বাড়িগুলো মুসলমানদের ছিল, তাই এটা কোনো সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ছিল না, রাজনৈতিক আক্রমণ ছিল। তারা আওয়ামি লীগের সমর্থক হিসাবে পরিচিত মানুষদের আক্রমণ করেছিল।

সমাজের একজন নেতা গোপাল বোমোন (Gopal Bomon) 27 নভেম্বরে লালমনিরহাটে (Lalmonirhat) দোকানে ভাঙ্গচুরের বর্ণনা করেছিলেন।

বাজারে 40 থেকে 50 টা দোকান ছিল, যার মধ্যে প্রায় অর্ধেক হিন্দুদের ছিল। সেই রাতে 14 টি দোকানে ভাঙ্গচুর হয়েছিল। হিন্দুদের দু'টি দোকানকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ সেগুলো মসজিদ পরিসরে ছিল। আরেকটা দোকানকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ সেটার মালিক হলেন একজন মুসলমান।

সমস্যাটা হল এই যে, হিন্দুদের সঙ্গে একজন স্থানীয় বিএনপি (BNP) নেতার জমি নিয়ে বিবাদ আছে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে আদালতের একটা মামলায় হেরে গিয়েছিলেন, তাই আমরা সন্দেহ করছি যে তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কে আক্রমণ করার জন্য *হরতালের* সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

গুলি চালনা

এর শিকার হওয়া একজন মানুষ, যিনি তার পরিচয় জানাতে চান নি, বলেছিলেন:

> বিএনপি (BNP)-এর প্রধান কার্যালয়ের কাছে জামাত সমর্থকদের একটা মিছিল বেরিয়েছিল। আমি এতে অংশ নিচ্ছিলাম না। আমি হেঁটে হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। পাশ দিয়ে চলন্ত একটা সিএনজি (CNG) থেকে হঠাৎ কেউ একজন আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল। তারা কারা ছিল আমি তাদের দেখতে পাই নি। আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। তারা মাত্র তিন থেকে চার মিটার দূরে ছিল। আমার শরীরে শটগানের অসংখ্য গুলি লেগেছিল। আমি শিবিরের নেতা নই, আমি জামাতের মালিকানাধীন একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আংশিক সময়ের কর্মী। আমার কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না। আমার কাছে হাসপাতালের একটা রিপোর্ট ছিল। আমি মনে করি যে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল, কারণ তারা সম্ভবত ভেবেছিল যে আমি মিছিলে ছিলাম।

আইন প্রয়োগকারী অফিসারদের গুলিতে আহত জামাত সমর্থকবৃন্দ

কুমিল্লার লাকসাম-এর (Laksam, Comilla) 15 বছর বয়সী একজন শিবির কর্মী বলে যে তাকে 26 নভেম্বর গুলি করা হয়েছিল:

> একজন পুলিশকর্মী অল্প দূরত্ব থেকে একটা শটগান থেকে গুলি চালিয়েছিলেন। এটা আমার বাঁ পা ভেঙ্গে দিয়েছিল। আমার হাতও ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমার কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না, আমি কোনো কিছু ছুঁড়ছিলামও না, কিন্তু আমি মিছিলে অংশ নিয়েছিলাম। এই একই মিছিলে অন্য একজন নিহত হয়েছিলেন।

কুমিল্লার লাকসাম-এর 21 বছর বয়সী একজন শিবির কর্মী 26 নভেম্বর গুলিতে আহত হয়েছিল:

> আমার নিতম্বে গুলি লেগেছিল। আমার পেট দিয়ে গুলি বেরিয়ে যাওয়ার একটা ক্ষত আছে। এটা বুলেট ছিল, শটগানের ছোট গুলি নয়। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়ে পুলিশ আগে থেকে সাবধান না করেই গুলি চালিয়েছিল। দশজন মানুষ আহত হয়েছিলেন, আর একজন সংঘর্ষের সময়ে নিহত হয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ সমর্থকরা পুলিশের পক্ষ নিয়ে সংঘর্ষে অংশ নিয়েছিল।

নোয়াখালির 24 বছর বয়সী একজন শিবির কর্মী 26 নভেম্বর গুলিতে আহত হয়েছিল ।

প্রথমে পুলিশ এসে আমাদের নেতা ইশাক খোন্দকারকে (Ishaq Khondaker) গ্রেপ্তার করেছিল । আমি 50 গজ দূরে ছিলাম । আমি দেখেছিলাম যে তারা রাস্তায় সেখানেই তাকে হাঁটুতে গুলি করেছিল । তারপর তারা তাকে গ্রেপ্তার করেছিল ।

তারপরে আমরা সবাই সরে গিয়েছিলাম, আর শান্তিপূর্ণভাবে বসে ছিলাম, আর সেই সময় আমরা আবার পুলিশকে আসতে দেখি । তারা সংখ্যায় 30 থেকে 40 জন ছিল । আমরা সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম । আমরা শান্ত ছিলাম । পুলিশ পাঁচ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল । প্রথম দুটো গুলি একটা বিদ্যুতের খুঁটিতে লেগেছিল । তৃতীয়টা আমার পিঠে আঘাত করেছিল । তারা আগে থেকে সাবধান করে নি । আমার মনে হয় যে তারা আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা, আমাদের অন্য একজন নেতাকে গুলি করতে চেষ্টা করছিল । অন্য দু'রাউন্ড গুলি অন্য দু'জন লোককে আঘাত করেছিল । একটা হাঁটুতে লেগেছিল, আর অন্যটা কাঁধে লেগেছিল ।